গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির মে, ২০২১-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ মোকাব্বির হোসেন সচিব
সভার তারিখ	১৮ মে ২০২১
সভার সময়	সকাল ১০.৩০ মিনিট
স্থান	Zoom online platfrom
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রদত্ত সেবার গুণগতমান বজায় রেখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন।

২। বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ :

ক্র.	আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্ত	মন্তব্য
২.১	গত সভার (এপ্রিল, ২০২১) কার্যবিবরণী জারি করে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কোন সংশোধনী না থাকলে তা দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে।	এপ্রিল, ২০২১-এর সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	

ক্র.	**মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়নকারী**
	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (২০.০১.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ):		

<table>
<tr>
<td>২.২</td>
<td>নির্দেশনা-১ : আন্ত: সংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে, মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘মর্ডানাইজেশন অফ ডিএনসি’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।
বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ সভাকে জানানো হয়, আন্ত: সংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান, মাদকবিরোধী প্রচারণা অব্যাহত আছে। বিবেচ্য মাসের নিম্নরুপ কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়।
এপ্রিল, ২০২১
<table>
<tr><th>ক্র</th><th>গৃহীত কার্যক্রম</th><th>পরিসংখ্যান</th></tr>
<tr><td>1</td><td>আলোচনা সভা/সেমিনার/ওয়ার্কসপ</td><td>২৭৩টি</td></tr>
<tr><td>২</td><td>‘Full Colour Outdoor LED Display Billboard’ স্থাপন(ঢাকা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলায়)</td><td>৫টি</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণসহ গুরুত্বপূর্ণ কারাগারে কিয়স্ক স্থাপন</td><td>৪০৭টি</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ক্লাস চলাকালীন মাদকবিরোধী শ্রেণি বক্তৃতা</td><td>২০০টি</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>মাদকবিরোধী অভিযান</td><td>৫,১০৭টি</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>মামলার সংখ্যা</td><td>১,২১৬টি</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>আসামির সংখ্যা</td><td>১,৩২৬জন</td></tr>
</table>
</td>
<td>● মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে;
● মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার, এবং যে সকল জায়গায় জনসমাগম বেশি যেমন, রেল স্টেশন, গুরুত্বপূর্ণ মোড় ইত্যাদি স্থানে সাইনর্বোড, এলইডিবিলর্বোড স্থাপন ও টিভি ফিলার প্রদর্শন ইত্যাদি প্রচারণামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;
● অন্যান্য স্থানের মতো দেশের কারাগারগুলোতেও মাদকঅনুপ্রবেশ বন্ধের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসহ মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;
● শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রকার গণমাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা আরো জোরদার করতে হবে।
● এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট কোন কার্যক্রম নিয়ে পত্রিকায় কোন অসত্য কিংবা বিভ্রান্তিকর কোন প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে যথাযথ তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সংশোধনী (Corrigendum) প্রদান করে প্রকৃত চিত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে;</td>
<td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>নির্দেশনা-২ : মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করাসহ পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষিত সকল জেলায়</td>
<td>● কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপি পাশ করিয়ে আনতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অফিসারের সাথে ব্যক্তিগত ও</td>
<td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
</table>

	মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে। **আলোচনা: মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানান,** ● কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপি এ বিভাগ হতে ২২.১২.২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির পিইসি সভা আগামী ১৯.০৫.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ● Modernisation of DNC-প্রকল্পের ডিপিপি ০৯.০৯.২০২০ তারিখে পাওয়া গেছে। ২৭.১০.২০২০ তারিখে যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার রেজুলেশন পাওয়া গেছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান। পুনর্গঠিত ডিপিপি আগামী ৩০ মে ২০২১ তারিখের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। ● ‘৪টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও চট্টগ্রাম) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পটির সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের (আরডিপিপি) সভা ২৬.০৮.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বরিশাল, সিলেট ও রাজশাহী বিভাগে নির্মাণকাজ চলমান। বরিশাল বিভাগে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, প্লাস্টারের কাজ চলমান। ● চট্টগ্রাম টেস্টিং ল্যাবরেটরি নির্মাণের জন্য চট্টগ্রাম বিভাগে টেন্ডার কার্যক্রমের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করত: ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ● ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পুনর্গঠিত ডিপিপি ১২.১১.২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৭.০৫.২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা । ● ৬২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার ডোপটেস্ট প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২৭.০৯.২০২০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিকল্পনা কমিশন কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। এই বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন থেকে	দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা; ● Modernisation of Department of Narcotics Control (DNC) প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত সংশোধন করে আগামী ৩১ মে ২০২১ তারিখের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে; ● ৪টি বিভাগীয় শহরে (চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও রাজশাহী বিভাগ) টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পের ৪র্থ ও ৫ম তলার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ● চট্টগ্রামে টেস্টিং ল্যাবরেটরি নির্মাণকাজের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ভৌত অবকাঠামো কাজ সম্পদানসহ অন্যান্য কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে; ● ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পিইসি সভা অনুষ্ঠানের দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; ● ডোপটেস্ট প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের পযবেক্ষণ মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করে	

	রেজুলেশন পাওয়া গেছে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে খুব শীঘ্রই সংশোধিত ডিপিপিটি প্রেরণ করা হবে। ● বৃহত্তর জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ খুব শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে। ● সংশোধিত খসড়া ডোপটেস্ট বিধিমালা ২০২১ ০৬.০৪.২০২১ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ● মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২০-এর খসড়া এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ১২.০১.২০২১ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ● লাইসেন্স, পারমিট ফিস ও মাদকশুল্ক বিধিমালা-২০২০ ০৩.১২.২০২০ তারিখে পাওয়া গেছে। বিষয়টি চূড়ান্তকরণে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে ১৩.০১.২০২১ তারিখে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	আগামী ১০ মে ২০২১ তারিখের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে; ● বৃহত্তর জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করার ডিপিপি পিডব্লিউডি-এর সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ● ডোপটেস্ট বিধিমালা, ২০২১ এর প্রস্তাবিত খসড়াটি যথোপযুক্ত বিধিবিধানের আলোকে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ● মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়নের অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ● লাইসেন্স পারমিট ফিস ও মাদক শুল্ক বিধিমালা, ২০২০-প্রণয়নের অবশিষ্ট কাযক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	
	নির্দেশনা-৩ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে ● প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য কুষ্টিয়া জেলায় প্রাথমিকভাবে ২০.৩৪৮০ একর জমি নির্বাচন করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য ০৮.০৩.২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া’র অনুকূলে ২৩,৫৭,০০,০০০ (তেইশ কোটি সাতান্ন লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।	● মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণকল্পে জমি অধিগ্রহণের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নকরণ যথা-জেলা প্রশাসকের কাযালয়ের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে ৩ ধারার নোটিশ জারি করানোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান**
	নির্দেশনা-৪ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।	বাস্তবায়িত	
	২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :		

<table>
<tr>
<td></td>
<td>নির্দেশনা-১ : সোনা/মাদক/অস্ত্র/শিশু ও মানবপাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা।
● মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে জানানো হয়েছে, ঢাকা শহরে সিসাবারের সংখ্যা ২২টি।
● এ পর্যন্ত ঢাকা শহরের ২১টি সিসাবার থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং নমুনাসমূহ বিভিন্ন তারিখে পরীক্ষা করা হয়েছে। ২১টি নমুনার মধ্যে ২০টি নমুনার ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলে সবকটি নমুনার ফলাফল পজেটিভ এসেছে। অবশিষ্ট ১টি নমুনা কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। সীসা বারের মালিকগণ মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের আদেশবলে সীসাবার পরিচালনা করছে। ফলাফল পজেটিভ প্রাপ্ত সীসাবারসমূহে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের আদেশের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে।
● ফেব্রুয়ারি, ২০২১ হতে এপ্রিল, ২০২১ এর অভিযান নিম্নরূপ
<table>
<tr><th>মাসের নাম</th><th>অভিযান সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>ফেব্রুয়ারি, ২০২১</td><td>৭,৪৯১</td></tr>
<tr><td>মার্চ, ২০২১</td><td>৮,০১২</td></tr>
<tr><td>এপ্রিল, ২০২১</td><td>৫,১০৭</td></tr>
<tr><td>মোট =</td><td>২০,৬১০</td></tr>
</table>
● প্রতিপাক্ষিকে সিসাবারসমূহে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
● ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ পর্যন্ত ৩০টি আবেদনপত্র পাওয়া গেছে এবং ৯টি বারের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।</td>
<td>● ঢাকা শহরে সিসাবারের সংখ্যা ও এর তালিকা প্রস্তুত করে মে, ২০২১-এর মধ্যে সচিব বরাবর প্রেরণ করতে হবে;
● এ পর্যন্ত ঢাকা শহরের কতটি সিসাবার থেকে স্যাম্পল নেয়া হয়েছে, কত তারিখে পরীক্ষা করা হয়েছে, কত তারিখে ফলাফল দেয়া হয়েছে, ফলাফল পজেটিভ আসলে, এর পরিপ্রেক্ষিতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তা আগামী ১০ মে ২০২১ তারিখের মধ্যে সচিব বরাবর প্রেরণ করতে হবে;
● সিসাবারসহ মাদকের বিরুদ্ধে টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে;
● সিসাবারসমূহ হতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করে তা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে যাচাইপূর্বক ফলাফল এ বিভাগে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে;
● চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত বার লাইসেন্স বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদনপত্র, পেন্ডিং ও ইস্যুকৃত লাইসেন্স বিষয়ক তথ্যাদি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>নির্দেশনা-২ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দাবিকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে।

ইতোমধ্যে ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডভুক্ত সকল কর্মচারীগণকে রেশন প্রদান করা হচ্ছে।</td>
<td>আংশিক বাস্তবায়িত
● ১ম থেকে ৯ম গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের রেশন প্রদান বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে ।</td>
<td></td>
</tr>
</table>

	নির্দেশনা-৩ : এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদক দ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনা। ● এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত দেশের ৪৫টি জেলায় মোট ৩৫৯টি বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বাকী ১৯টি জেলায় বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নেই। এপ্রিল, ২০২১-এ ৩২টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রতিবেদনসমূহ সুরক্ষা সেবা বিভাগের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ● বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন চূড়ান্ত করা হয়েছে। ৯১টি নিরাময় কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের অনুকুলে ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।	● বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ গতানুগতিক পরিদর্শন না করে, তাদের চলমান কার্যক্রম মূল্যায়ন করা, কোন অনিয়ম থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া, সমস্যা ও সম্ভবনা চিন্তিত করা এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুলিপি এ বিভাগের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করতে হবে; ● বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ। ● মিয়ানমারের সঙ্গে ৪র্থ দ্বিপাক্ষিক সভা ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে Zoom Platform-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ● উক্ত বৈঠকে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে ইয়াবার প্রবাহ বন্ধ করার অনুরোধ করা হয়েছে। মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেছে। ● ডিসি-ডিএম পর্যায়ে বৈঠক চলমান প্রক্রিয়া। তবে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ডিসি-ডিএম পর্যায়ে বৈঠক আপাতত: বন্ধ রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ডিসি-ডিএম পর্যায়ে বৈঠক নিয়মিত করা সম্ভব হবে।	● মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখতে হবে; ● অনুরূপভাবে ডিসিডিএম পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে; ● ভারত ও মিয়ানমার-এর সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যোগাযোগপূর্বক ত্রিপক্ষীয় বৈঠকেরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	

	নির্দেশনা-৫ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০১৮ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। ● মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০-এর খসড়া মন্ত্রিসভার বৈঠকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। উক্ত খসড়াটি মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপনের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ কার্যক্রম চলমান আছে।	বাস্তবায়িত	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরঃ

২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :

ক্র.	**মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়নকারী**
২.২	**নির্দেশনা-১: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।** ● নির্দেশনা মোতাবেক গত ০২.০৫.২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি-উপর যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন চলমান।	● ডিপিপি প্রণয়ন চূড়ান্তকরণের জন্য একটি সভা করে পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ/প্রস্তাব মতে ডিপিপি সংশোধন করে আগামী ৩০.০৫.২০২১ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করা; ● ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে প্রকল্প কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান উন্নয়ন।**

	নির্দেশনা-২ : গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই উহা চালু করা যায়। ● দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ চলমান। ● ৫৭টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি এখনো সম্পন্ন হয়নি। ● ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা-থানা সদর-স্থানে ৪৮টি স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন চলমান।	● দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে (ঢাকা বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প তিনটির ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম আগামী ৩১ মে ২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ● ৫৭টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ● গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরিত ডিপিপিসমূহের কার্যক্রম কত দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে সে বিষয়ে তাঁদেরকে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দিয়ে সকল প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। ● ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা-থানা সদর-স্থানে ৪৮টি স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপির পুনর্গঠন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান**

	নির্দেশনা-৩ :ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। ● জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট কর্তৃক ২৫.০২.২০২১ তারিখে উক্ত একাডেমির নাম ‘‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি” হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে। ● প্রস্তাবিত ‘‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি” স্থাপনের জন্য নির্বাচিত ১০০.৯২ একর জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ২২.০২.২০২১ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক চুড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ কর্তৃক জমির ক্ষতিপূরণ মূল্য নির্ধারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	● ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের লক্ষ্যে সময়ে সময়ে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় যথারীতি উপস্থাপন করতে হবে; ● আগামী জুলাই মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibity Study) দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান**
	নির্দেশনা-৪ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। ● বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে। ● ২৪.০১.২০২১ তারিখে ‘ফায়ারম্যান’ পদের নাম পরিবর্তন করে ‘ফায়ারফাইটার’ নামকরণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।	● ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন কার্যক্রমের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান**

	নির্দেশনা-৫ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে; যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ● ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক ২৯.০৯.২০২০ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ● ২০.১০.২০২০ তারিখে এ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটি ২০২০-২১ অর্থবছরের নিম্ন অগ্রাধিকার তালিকায় অর্ন্তভুক্ত থাকায় ডিপিপিটি ফেরত পাঠানো হয়েছে। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত হওয়ায় ২০২০-২১ অর্থবছরে উচ্চ অগ্রাধিকার তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করার জন্য ১১.১১.২০২০ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	● ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করা; বাস্তবমুখী ও যৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ● যেহেতু যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি এ বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, সেহেতু এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিস্ফোরক অধিদপ্তর ও বিআরটিএ বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণ করে এর অনুলিপি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান**
	২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :		
	নির্দেশনা-১ : নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ● ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (ফেইজ-২) প্রকল্পটি বাদ দেওয়া হয়েছে। ● বহুতল ভবন ও দুর্গম এলাকায় অগ্নিনির্বাপণে সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ● সিদ্ধান্তের আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে যে সকল ইক্যুইপম্যান্ট সরবরাহ করা হয়, সেসকল ইক্যুইপম্যান্ট বাদ দিয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হবে।	● দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কতটি টিটিএল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে প্রদান করবে তা সুরক্ষা সেবা বিভাগের মাধ্যমে পত্র যোগাযোগ করে নিশ্চিত হওয়া এবং অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে; ● দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে যে সকল ইক্যুইপম্যান্ট সরবরাহ করা হয়, একই ইক্যুইপম্যান্ট যেন এফএসসিডি কর্তৃক সংগ্রহের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা না হয়, সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (ফেইজ-২) প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান**

	নির্দেশনা-২ : বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগপ্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ। ● জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিকৃত ২৫৬টি পদ হতে অর্থ বিভাগ প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ১টি করে ডুবুরি ইউনিট গঠনের লক্ষ্যে ৩২টি (৮টি ড্রাইভার ও ২৪টি ডুবুরি) পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করায় ৩২টি পদের জিও জারি হয়েছে। ● ডুবুরি পদে ২২৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব ২৩.১২.২০১৯ তারিখে পুনরায় অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগ অসম্মতি জ্ঞাপন করে। ১৬.০১.২০২০ তারিখে ২য় বার অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ৩য় বার প্রস্তাব প্রেরণ কার্যক্রম চলমান। ● অগ্নিনির্বাপণের ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে পানির উৎস, সরকারি জলাশয়/পুকুরের তথ্য সম্বলিত ম্যাপিং (টপগ্রাফি) প্রতিটি ফায়ার স্টেশনে সংরক্ষিত আছে।	● ডুবুরি পদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃজনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা এবং গৃহীত পদক্ষেপ ও সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান**
	প্রতিশ্রুতিসমূহ ও আলোচনা :		
	প্রতিশ্রুতি-১ : মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন। ● **বামুন্দী (গাংনী)-মেহেরপুর : বাস্তবায়িত** ● বাস্তবায়নাধীন ১৫৬ প্রকল্পের আওতায় পূর্তকাজ ৭০% সম্পন্ন হয়েছে। ● নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিদিন ভিডিও কলের মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি দেখে নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।	● মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো স্টেশনটি চালু করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্নপূর্বক চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে; ● প্রতিদিনি ভিডিও কলের মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি দেখে নির্দেশনা প্রদান করা, ডে টু ডে মনিটরিং করা ও কোন প্রকল্পের পূর্তকাজ কতটুকু বাস্তবায়িত তার হালনাগাদ তথ্য প্রদান করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান**

	প্রতিশ্রুতি-২: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন। ● উক্ত জমিতে মহামান্য হাইকোর্টে ১৪৬/২০১৩ এফএম মামলা চলমান থাকায় হস্তান্তর কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আদালতের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	● চৌহালী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মামলার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান**
	প্রতিশ্রুতি-৩ : ত্রিশাল, গৌরিপুর ও নান্দাইল উপজেলায় স্টেশন স্থাপন। ● **ত্রিশাল ও নান্দাইল - বাস্তবায়িত** ● গৌরিপুর উপজেলায় নির্মাণাধীন ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে।	● গৌরিপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজ দ্রুত শেষ করে স্টেশনটি চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান**
	প্রতিশ্রুতি-৪ : সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ। ● ধর্মপাশার পূর্তকাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে ● দোয়ারাবাজার ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন। ● তাহিরপুর ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।	● ধর্মপাশা, দোয়ারা বাজার ও তাহিরপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে স্টেশনগুলো চালুর ব্যবস্থা করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান**
	প্রতিশ্রুতি-৫ : বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নেই সে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন। ● বেতাগী ও বামনা-বাস্তবায়িত ● বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পূর্তকাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে।	● বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় ফায়ার স্টেশনটির অবশিষ্ট নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান**

	প্রতিশ্রুতি-৬ : চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন। ● বাস্তবায়নাধীন ১৫৬ প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের পূর্তকাজ ৪০% সম্পন্ন হয়েছে। ● বাস্তবায়নাধীন ২৫ প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের পূর্তকাজ ৩০% সম্পন্ন হয়েছে।	● চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর ও ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান**
	প্রতিশ্রুতি-৭ : কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী (কর্তৃমারী), ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন প্রসঙ্গে। ● ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজিবপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ● ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের বিকল্প জমি অধিগ্রহণের জন্য ২৩.০৭.২০২০ তারিখে জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	● ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজিবপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশনসমূহের উদ্বোধনের জন্য দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; ● ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের বিকল্প জমি অধিগ্রহণের জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামের সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান**
	প্রতিশ্রুতি-৮: টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর ফায়ার স্টেশন স্থাপন। ● **টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, মকসুদপুর ফায়ার স্টেশন নির্মাণ-বাস্তবায়িত।** ● কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।	● গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করে স্টেশনটি চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান**
	প্রতিশ্রুতি-৯: নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনগুলো আধুনিকীকরণ করা।	**বাস্তবায়িত**	

কারা অধিদপ্তর :

২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা:

ক্র.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.৪	**নির্দেশনা-১ : কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।** সভাকে জানানো হয়, কারাগারগুলোতে ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নরুপঃ উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি বর্তমানে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন আছে। কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার ডিসেম্বর, ২০২১-এর মধ্যে শেষ হওয়ার কথা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩০.৪২%। ৩.খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প। মেয়াদ-(জুলাই, ২০১১-জুন, ২০২১) ২ বৎসর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য অর্থাৎ জুন, ২০২৩ পযন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি-৬৬.৮৪%।উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত আরডিপিপি ০৬.০৫.২০২১ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পেরণ করা হয়েছে। ৪.কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহী। মেয়াদ-(জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২১) জুন, ২০২২ পযন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি-৬১%। সংশোধিত ডিপিপি ২৪.৩.২০২১ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ৫.নরসিংদী জেরা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প। মেয়াদ-(সেপ্টেম্বর, ২০১৯-জুন, ২০২২)।২০.০১.২০২০ তারিখ জিও জারি হয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি-৫.৭৮%। ৬.জামালপুর জেলা কারাগার পুনর্নির্মাণ প্রকল্প। মেয়াদ-(জুলাই, ২০২০-জুন, ২০২৩)। বাস্তবায়ন অগ্রগতি-০০%। এখনো কাজ শুরু হয়নি। ডিজাইন অনুমোদন হয়েছে। এখন কাজ শুরু করা হবে। ● এছাড়া ২০০৯ খ্রিঃ হতে ১৭টি কারাগার নতুনভাবে নির্মাণ ও ২টি কারাগারকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে (চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় ও দিনাজপুর কারাগার)। এ পর্যন্ত সর্বমোট ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে ৪২৪৫০-২৮০৩২=১৪,৪১৮ জন। ● কেরাণীগঞ্জ মহিলা কারাগারের	● ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ-এর উদ্বোধনকৃত মহিলা কারাগারে মহিলা কারাবন্দি স্থানান্তর কার্যক্রমের আনষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করে স্থানান্তর কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; ১.ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার জুন, ২০২১-এর মধ্যে শেষ হওয়ার কথা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি-৬৩%। অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ২.কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার ডিসেম্বর, ২০২১-এর মধ্যে শেষ হওয়ার কথা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩০.৪২%। অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৩.খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প। মেয়াদ-(জুলাই, ২০১১-জুন, ২০২১) ২ বৎসর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য অর্থাৎ জুন, ২০২৩ পযন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি-৬৬.৮৪%। অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৪.কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহী। মেয়াদ-(জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২১) জুন, ২০২২ পযন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি-৬১%। অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৫.নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি-৫.৭৮%। অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৬.জামালপুর জেলা কারাগার পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ● সকল জরাজীর্ণ কারাগারসমূহকে একসাথে করে এগুলো মেরামতের জন্য ১টি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। ● কেরাণীগঞ্জ মহিলা কারাগারের কারাগারের জনবলের অনুমোদন গ্রহণ ত্বরান্বিতকরণ ও বন্দি স্থানান্তর কার্যক্রম যতদ্রুত সম্ভব শুরু করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৭.১২.২০২০ তারিখে ভিডিও কনফান্সের মাধ্যমে মহিলা কারাগারসহ কারা অধিদপ্তরের এলপিজি স্টেশন কেরাণীগঞ্জ উদ্বোধন করা হয়। কারাগারের জনবলের অনুমোদন পাওয়া গেলে বন্দি স্থানান্তরের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করা হবে। ● বন্দিমুক্তির কাযক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। বর্তমানে ২১ জন বন্দির মুক্তির প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ● এটুআই-এর সহযোগিতায় ২টি কারাগার (কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি ও কেরাণিগঞ্জ কারাগারে) ভার্চুয়াল কোর্ট করা হয়েছে। ● ৯টি কেন্দ্রীয় কারাগারে ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপনের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন ● ফেনি পুরাতন কারাগার, কিশোরগঞ্জ পুরাতন কারাগার ও কেরাণিগঞ্জ মহিলা কারাগার, মাদারিপুর পুরাতন কারাগার, দিনাজপুর কারাগারের অব্যবহৃত অংশ, পিরোজপুর পুরাতন কারাগার, রাজশাহী কারাগার এলাকার ভিআইপি বাংলো ও সিলেট পুরাতন কারাগার-এ ৮টি আইসোলেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। আইসিআরসি থেকে কিছু সুরক্ষা সামগ্রি পাওয়া গেছে।	● কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি ও কেরাণিগঞ্জ কারাগার ২টিতে স্থাপিত ভার্চুয়াল কোর্টে কারাবিধি অনুসরণ করে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে; ● ৯টি কেন্দ্রীয় কারাগারে ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপনের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কাযক্রম ত্বরান্বিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; ● ফেনি পুরাতন কারাগার, কিশোরগঞ্জ পুরাতন কারাগার ও কেরাণিগঞ্জ মহিলা কারাগার, মাদারিপুর পুরাতন কারাগার, দিনাজপুর কারাগারের অব্যবহৃত অংশ, পিরোজপুর পুরাতন কারাগার, রাজশাহী কারাগার এলাকার ভিআইপি বাংলো ও সিলেট পুরাতন কারাগার-এ ৮টি আইসোলেশন সেন্টারসমূহে কোভিড-১৯ রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে হবে ।	
	নির্দেশনা-২ : কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। ● ডিপিপি এ বিভাগ হতে ০৪.১১.২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। Preliminary Technical Specification অনুমোদনের জন্য ০৪.০৪.২০২১ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	● প্রত্যেক কারাগারে অন্তত ১টি করে অ্যাম্বুলেন্স-এর সংস্থান রাখার প্রয়োজনীয় কাযক্রম গ্রহণ করতে হবে; ● পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত ডিপিপি চূড়ান্তকরণের বিষয়ে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	নির্দেশনা-৩। কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। ● ২৩.০৮.২০২০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ● সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান। প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য Proposal for Feasibility Study (PFS) নামক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	● পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি চূড়ান্তকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হেব।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ● কারাগারে বর্তমানে ১০৬ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারাগারে কর্মরত রয়েছেন।	● কারাহাসপাতালসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার/নার্স নিয়োগের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; ● কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের কারা হাসপাতালে ডাক্তার নিয়োগের বিষয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ :		
	নির্দেশনা-১ : বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদন্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা। ● ২,১৭৩টি মামলায় বর্তমানে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা ২,০২০ জন (০১.০৫.২০২১)। ● এ বিষয়ে গঠিত কমিটির সদস্য সচিব কর্তৃক বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেল-মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়েছে।	● কতটি মামলায় ২০২৮ জন মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামি, এ সকল মামলাসমূহ নিস্পত্তিকরণে এ বিভাগ এবং কারা অধিদপ্তর হতে গৃহীত পদক্ষেপ গ্রহণ বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ বরাবর উপস্থাপন করতে হবে। ● উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/কমিটি**

<table>
<tr>
<td></td>
<td>নির্দেশনা-২: কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর পুরাতন কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল-অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী-জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০। প্রস্তাবিত-জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২২। মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে আছে। আইএমইডি’র প্রতিনিধি ১১.০৪.২০২১ তারিখে মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন।
অনুমোদিত মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী চক বাজার সংলগ্ন চক মার্কেট ও মসজিদ-এর ডিজাইন ও ড্রইং এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু হবে।
ইতোমধ্যে কনসালটেন্ট (ফরম-থ্রি আর্কিটেক্ট) নিয়োগ করা হয়েছে, এঁরা পরামর্শ দিবে ও ডিজাইন প্রণয়ন ও সুপারভিশন করবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফরম-থ্রি আর্কিটেক্ট) কর্তৃক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। বর্তমানে ভেটিং-এর জন্য পিউব্লিউ-তে আছে। বাংলাদেশ সেনা বাহিনী (ই এন সি) বাস্তবায়ন করবে। ইতোমধ্যে অপসারণযোগ্য ৯৫টি ভবনের মধ্যে ৭৫টি ভবন অপসারণ করা হয়েছে। প্রকল্প ব্যয়-৬০৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি-০.৫০%।
কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব ২৪.০৬.২০২০ তারিখে সিসিজিপি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৮.০৭.২০২০ তারিখে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। ২৩.০২.২০২১ তারিখ প্রকল্পের কারিগরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

</td>
<td>পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অবশিষ্ট কাযক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদন করতে হবে;</td>
<td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>নির্দেশনা-৩ : কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
<table>
<tr><th>মোট কারারক্ষী</th><th>প্রশিক্ষণ গ্রহণকরী</th><th>চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম</th><th>অবশিষ্ট</th></tr>
<tr><td>৮,১৯০</td><td>৩,৮৫৩</td><td>৩১৯</td><td>৪,৩৩৭</td></tr>
</table>
</td>
<td>কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td>
<td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
</table>

	নির্দেশনা-৪ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জায়গা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে। ● সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রুল নং ৫৪৬(কন)/২০১৮ দায়ের করা হয়েছে। ● ২৬.০৮.২০১৯ তারিখে হাইকোর্টে ২৭ নম্বর কোর্ট নিম্ন আদালতের রায়ের সকল কার্যক্রম ৬ মাসের জন্য স্থগিতাদেশ প্রদান করেন । ● ০৫.১১.২০২০ ও ১১.১১.২০২০ তারিখে উক্ত মামলার শুনানি গ্রহণ করা হয়েছে। মহামান্য আদালত ১৮.১১.২০২০ তারিখে সরকারের পক্ষে মামলার রায় প্রদান করেন। রায়ের সার্টিফাইড কপি ১২.০১.২০২১ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ● পরবর্তীতে কারা অধিদপ্তর হতে ০৮.০২.২০২১ তারিখ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে কোন মিস আপিল/সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল দায়ের হয়নি মর্মে কারা অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ বদরুল ইসলাম-এর মতামত ০৩.০২.২০২১ তারিখ এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	● মামলা কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটর করা, তদবিরের অভাবে মামলার যেন কোন ক্ষতি না হয় সে জন্য মনিটরিং/নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতিসমূহ :		

	প্রতিশ্রুতি-১ : বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা (বাস্তবায়িত।) ● কয়েদিদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% মজুরি সংশ্লিষ্ট কয়েদিকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা গত ০৫.০৫.২০২১ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এ সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা পর্যালোচনার নিমিত্ত অতিরিক্ত সচিব(কারা অনুবিভাগ)কে আহ্বায়ক করে যুগ্মসচিব (অগ্নি অনুবিভাগ), অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (কারা অধিদপ্তর), উপসচিব (মাদক-১) ও উপসচিব (কারা-১)কে সদস্য করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সভা আগামী ১৯.০৫.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ● মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত ৩০ হাজার ৬১৪ জনকে ৮৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ১০৩ টাকা দেওয়া হয়েছে। ● অঞ্চল ভিত্তিক শিল্প বিকাশের স্বার্থে বন্দিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি চলমান রয়েছে।	● বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৫০% লভ্যাংশ প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ● যে এলাকায় যে ধরণের শিল্পের বিকাশ সে ধরণের পণ্য উৎপাদন করার জন্য ট্রেড বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-২ : কারা কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল বাস প্রদান করা হবে, প্রয়োজনে নতুন স্কুল নির্মাণ। **বাস্তবায়িত**	---	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৩: সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তা সংখ্যাসহ কারা বিভাগের জনবল বৃদ্ধিকরণ। ● পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রস্তুত করে ০৭.০২.২০২১ তারিখের মধ্যে কারা অধিদপ্তরে দাখিলের জন্য গঠিত কমিটিকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ● উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৭.০২.২০২১ তারিখ কারাগারের ৩০৫টি পদ সৃজনের প্রস্তাব পুনরায় এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পদ সৃজনের বিষয়ে ০৯.০৩.২০২১ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (কারা অনুবিভাগ) মহোদয়ের সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ি প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে ৩১.০৩.২০২১ তারিখের মধ্যে কারা অধিদপ্তরে দাখিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কমিটির নিকট হতে প্রস্তাব পাওয়া গেছে।	● কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা-চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে; ● ধারণক্ষমতা ও বাস্তবতার নীরিখে কেন্দ্রীয় কারাগার ও জেলা কারাগারগুলো বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস করে ২০ মে ২০২১ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৪ : কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন। ● মেডিকেল ইকুইপমেন্টসহ অন্যান্য ইকুইপমেন্ট যাচাই করার জন্য ০৯.০৯.২০২০ তারিখে কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।	● ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৫ : কারারক্ষীদের বিশেষ করে মহিলা কারারক্ষীদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে। **বাস্তবায়িত**		**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৬ : কারাগারকে বন্দিশালা নয় শোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ● মোবাইল ব্যবহার বন্ধ করার জন্য ০৭.০২.২০২১ তারিখে সকল কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ফলোআপ করা হচ্ছে। ● মাদকাসক্ত বন্দিদের পৃথক ওয়ার্ডে রেখে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহায়তায় মাদকবিরোধী মত বিনিময় সভার আয়োজন করে বন্দিদের মাদক গ্রহণে শারীরিক ও মানসিক কুফল সম্পর্কে বিশেষ ধারণা প্রদানসহ মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখা হয়েছে।	● কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে রুপান্তর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে: ● কারাগারকে মাদকমুক্ত করতে কারাগারে যেন কোনভাবেই মাদকদ্রব্য প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়া, ডিজি, ডিএনসি-এর সহায়তা গ্রহণ করা এবং মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য মাদকবিরোধী উদ্‌বুদ্ধকরণ কর্মসূচির আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে; ● কারাগারগুলোতে বন্দিদের মোবাইল ব্যবহার বন্ধ নিশ্চিত করতে হবে; ● মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিমান বন্দরসহ বিভিন্ন স্থানে স্ক্যানার স্থাপনের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে। এ প্রকল্পের আওতায় কারা অধিদপ্তরের জন্যও স্ক্যানার সরবরাহ করার বিষয়টি যাচাই করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৭ : বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। ● দেশের ৩০টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে জানুয়ারি, ২০২০ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৭ হাজার ৮৩৩ জন বন্দিকে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	● কারাগারে আটক বন্দিদেরকে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৮: কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হবে। **আংশিক বাস্তবায়িত।** ● কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য অবশিষ্ট ৫টি বিভাগে (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে) নতুন ১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম এখনো সম্পন্ন হয়নি। ● কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প। মেয়াদ-(জানুয়ারি, ২০১৬-জুন, ২০২১)। বাস্তবায়ন অগ্রগতি-৬০%। শুধু জ্যামার ক্রয় বাকী। এটা হলে ১০০% সমাপ্ত হবে। ● ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ এবং হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন কারাগারে ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয়ের 'ই-জুডিশিয়ারি' প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য কেন্দ্রীয় কারাগারে ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।	● কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য ৫টি (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) বিভাগে গৃহীত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ● কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প-এর অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৯ : কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ● কারা অধিদপ্তরের নতুন নিয়োগ বিধিমালা ২০১৯ প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব পর্যালোচনার জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।	● কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা-চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-১০: কারাগারে বন্দিদের আত্মীয় স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলার জন্য প্রিজন লিংক স্থাপন করা। ● ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণের জন্য ১৮.০৮.২০২০ তারিখে কারা অধিদপ্তরে পত্র দেয়া হয়েছে। ● স্বজন লিংকে ভিডিও কনফারেন্স-এর সুবিধা রাখা হয়েছে। এ সংক্রান্ত নীতিমালা এখনো চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি। ● ফোনবুথ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদনের জন্য ৩০.১২.২০২০ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ● কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সুরক্ষা সেবা বিভাগের অনুমোদনক্রমে দেশের সকল কারাগারে বন্দিদের আত্মীয় স্বজনের সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	● কারাবন্দিদের আত্মীয় স্বজনের টেলিফোনে কথা বলার জন্য প্রিজন লিংক স্থাপন বিষয়ে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। দেশের সকল কারাগারে স্বজন লিংক স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ● স্বজন লিংক এর সাথে ভিডিও কনফারেন্স-এর সুবিধা রাখার বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সমন্বয়সভাকে অবহিত করতে হবে; ● ফোনবুথ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালার বিষয়ে চাহিত মতামত যে সকল দপ্তর/সংস্থা হতে পাওয়া যায়নি সে সকল দপ্তর/সংস্থাকে ই-নথি মাধ্যমে তাগিদ পত্র প্রেরণ করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :

২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা:

ক্র.	**মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়নকারী**

২.৪	**নির্দেশনা-১ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে।** (ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৮ পর্যন্ত)। ● ২৮.০২.২০২১ তারিখে ই-ভিসা এবং ই-টিপি সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির সুপারিশ সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ● সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) হতে প্রাপ্ত ই-ভিসা সংক্রান্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে মতামত ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর হতে সুরক্ষা সেবা বিভাগে ০৪.০৫.২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। ● ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও ২টি স্থলবন্দরে মোট ৫০টি ই-গেট স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১৫টি ই-গেট স্থাপন (১২টি Departure-এ এবং ৩টি Arrival) করা হয়েছে। এছাড়া আরও ২টি বিমানবন্দরে ৬+৬=১২টি ই-গেইট স্থাপনের জন্য কার্যক্রম চলমান আছে। ● অদ্যাবধি দেশের অভ্যন্তরে ৬৭টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস এবং পাসপোর্ট অফিস বাংলাদেশ সচিবালয়, পাসপোর্ট অফিস ঢাকা সেনানিবাস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ 70টি অফিসে ই-পাসপোর্ট ইস্যু কার্যক্রম চালু করা হয়েছে । ● এছাড়া কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে খানিকটা বিলম্ব হলেও যথাশীঘ্রই বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে ধারাবাহিকভাবে ই-পাসপোর্ট-এর যন্ত্রপাতি স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হবে। ● বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী শ্রমিক ও অন্যান্য প্রবাসী নাগরিকদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে নিম্নবর্ণিত মিশনসমূহে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে: ১. কাঠমান্ডু (নেপাল)। ২. বুখারেষ্ট (রোমানিয়া)। ৩. ওয়াশিংটন ডিসি (যুক্তরাষ্ট্র)। ৪. নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র)। ৫. ক্যালিফোর্নিয়া (যুক্তরাষ্ট্র)। ৬. সিউল (দক্ষিণ কোরিয়া)। ৭. দুবাই (সংযুক্ত আরব আমিরাত)। ৮. আবুধাবি (সংযুক্ত আরব আমিরাত)।	● ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন এখনো সম্পন্ন হয়নি। এ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ● e-Gate Software Installation-এর অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ● বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ● ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণের জন্য জায়গা নির্বাচন বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-এর সাথে যোগাযোগের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**

	নির্দেশনা-২ : পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মচারীদের কর্মস্থলে পদায়নের পূর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়িত**	---	--
	নির্দেশনা-৩ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। ● প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণের লক্ষ্যে উপযুক্ত জায়গা নির্বাচনে জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ৩টি জায়গা নির্বাচন করেছে। ● ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গণপূর্ত বিভাগ বরাবর সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত ৩টি জায়গা হতে ১টি জায়গার পক্ষে অত্র অধিদপ্তর হতে সুপারিশ করা হয়েছে। ● প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। জায়গা নির্বাচিত না হওয়ায় তা ফেরত প্রদান করা হয়। বর্তমানে যে জায়গাটি প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে (কেরাণীগঞ্জ) উহার প্রশাসনিক অনুমোদন ও জমি অধিগ্রহণের জন্য ১২.০৫.২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে ডিপিপি সংশোধন করে আগামী মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	● ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদন বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণকল্পে যৌথভাবে জমি অনুসন্ধান কাযক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ● প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ● পাসপোর্ট তৈরীর জন্য ব্যবহৃত কুগলার মেশিন (Kuglar Machine)-এর কর্মক্ষমতা ও এর ইন্সস্টলেশন বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি এ বিভাগে প্রেরণ ও পরবর্তী মাসিক সভায় বিস্তারিত উপস্থাপন করতে হবে; ● ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম বিষয়ে এতদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জার্মানীর সংশ্লিস্ট দপ্তর/সংস্থাকে ডিপ্লোমেটিক চ্যানেলে অনুরোধ করা যেতে পারে ;	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**
	ইতিপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনা		
	নির্দেশনা-১ : নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমআরপি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।	**বাস্তবায়িত**	--

	নির্দেশনা-২ : ইংল্যান্ড, ইতালি, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে এমআরপি প্রেরণ করার কথা বলা হলেও পৌঁছাতে দেরি হওয়ার কারণ কি তা পরীক্ষা করে জরুরিভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করতে হবে। উল্লিখিত দেশসমূহে পর্যাপ্ত জনবল ও অধিক সংখ্যক প্রিন্টার মেশিন সরবরাহ করতে হবে।	বাস্তবায়িত	--
	নির্দেশনা-৩ : প্রক্রিয়াধীন ৮টি দেশে ১০টি অফিসের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অপর প্রস্তাবিত দেশগুলোর মধ্যে থেকে আপাতত ইউকে, ইউএসএ এবং ইইউভুক্ত যে কোন একটি দেশে পাসপোর্ট অফিস খোলা এবং কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।	বাস্তবায়িত	--
	নির্দেশনা-৪ : সারাদেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে MRP এবং MRV বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। ১৯টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ১০টি মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা কার্যক্রমের জন্য ১ম শ্রেণির ১০টি পদ সৃজন করা হবে।	বাস্তবায়িত	--

৩। তিনি অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সৃজনশীল কর্ম, মেধা, মননশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে কাজে লাগিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০..০১৪.১৬.০০১.১৭.৬৬

তারিখ: ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮
২৭ মে ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব